দৈনিক ইনকিলাব 079

তারিখ 20 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

এ বছর অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আগামী ২২-৩-৮৭ ইং তারিখ ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু একই তারিখে দেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা কোন ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া আজকাল রীতিমতো একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল বিষয়ে ভর্তি হতে পারা রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।

ক্লাসের মূল পরীক্ষার চেয়ে ভর্তি পরীক্ষাই যেন অনেক গুরুত্বের দাবী রাখে। অপরদিকে ভর্তি পরীক্ষার কড়াকড়ি এবং অত্যাধিক পরীক্ষার্থীর চাপের জন্য অধিকাংশ ছাত্রই ভর্তির ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকেন। এমতাবস্থায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দেশের দু'টি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই দিনে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের নিদারুণভাবে হতাশ করেছে। এদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা নেয়ার শেষ তারিখ কয়েক দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

তাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখও কয়েকদিন পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি।

—মোনায়েম রশিদ, আলম

মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা বিভিন্নভাবে অবহেলিত। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরাও যে সমাজ গঠনে অপরিমেয় ভূমিকা রাখতে পারে এ কথা অনেকে ভুলে যান। এই ভুলের কারণেই দীর্ঘদিন যাবৎ মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন হয়নি এবং সরকারীভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা হয়নি।

স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষকদের তেমন কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

সকলের বুদ্ধি, মেধা ও যোগ্যতা সমান নয়। ফলে, ছাত্রদের কাছে পাঠ্যবইয়ের বিষয়গুলো উপযোগী করে উপস্থাপন করতে সকলেই সমান দক্ষ নন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কারো কারো উপস্থাপন ক্ষমতা খুবই দুর্বল। যাদের দ্বারা ছাত্ররা যথাযথ উপকার লাভ করতে পারে না। অথচ, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে শিক্ষাদানের মান আরো উন্নত করা যেতে পারে। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার মান আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন করতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও আর সবকিছুর সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই সংশ্লিষ্ট মহলকেও মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণের কথা ভেবে দেখতে হবে।

—আবুল কালাম আজাদ